মধুর ঘর
মনোজ চাক্লাদার

হয়তো জেগেছিলাম, নয় গভীর নিদ্রা ভেঙে জাগরণের দিকে শিরাগুলোর স্পন্দন এগিয়ে আসছিল। সকালের এই কোমল ঘুম ভাঙে বেশ ধীর লয়ে। ঘুম ভাঙার পরে মনে হয় না জগৎ অসুন্দর অথবা নিরাপত্তাহীন এবং দ্বন্দ্বময়।
বহুদূর হতে কে যেন ডাকে, শুনছেন, শুনছেন। শুনছি তো বটে, কে ডাকে, কোথা থেকে ডাকে বুঝে ওঠা হয়নি তখন।
জানালার দিকে মন দিই। শরতের হিম আসে। মাথায় ভরে রয়েছে সারারাতের হিমের স্তর। একটু শীতও যেন শরীর জুড়ে। বলি, কে?
আমি মধু --
মধু (রণে ভরে যায়। বলি, কে মধু?
আমি মধু ঘরামি--
কেন?
আমি এসেছিলাম।
কেন, কেউ আসতে বলেছিল!
না।
তবে।
আপনার সঙ্গে আমার দরকার---
এবার উঠতে হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা বলাটা এবার অভিজাতহীন, উঠি, জানালা দিয়ে দেখি, একজন কালো মাসলবিহীন ফুটপাঁচেক উচ্চতার পুরুষ, মাথার সব চুল সাদা। কয়েকদিনের দাড়িগোঁফ রয়েছে, হেঁটো ধুতি নীল জামা। হাতে ধারালো কাটারি। মধু ঘরামি।
দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াই, ডাকি। বারান্দার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। উঠতে বলি। সংকোচে উঠে দাঁড়ায়। চেয়ারে বসতে বলি, বসে না। মেঝেতে বসে।
আমি চেয়ারে বসি। বলি, বলুন, কি বলতে চাইছেন---
দেখুন, শুনলাম আপনারা নাকি ও ঘরটা ভেঙে ফেলবেন---
হ্যাঁ---
কেন ভাঙবেন?
ওখানে একটা ঘর তুলবো, পাকা ঘর--
ওঘরটার অসুবিধে কি?
কেন বলুন তো।
ও ঘরটা ভাঙবেন, ঘরটা বেশ মজবুত, বেশ আলাদা রকম।
পাকা ঘরের থেকে তো মজবুত নয়।
তা ঠিক, তবে আপনারা অন্য জায়গায় ঘর তুলতেপারেন---
তা কেন, প্ল্যানার তো ঐখানেই করতে বলেছেন।
আপনার বাবা কিন্তু ঐখানে প্ল্যান করেই ঘর করেছিলেন।
বাবা করেছেন তা ঠিক, বাবার তো দালান করার সামর্থ্য ছিল না!
মধু আমার দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকে। কয়েক মূহুর্ত। আমিও ওর দিকে। বলে, আপনারা তাহলে ঠিক করেছেন ঘরটা ভেঙেই ফেলবেন?
না ভেঙে তো আর ঘর করা যাবে না।
ওর চোখে বিষাদ বেজে ওঠে। তারপর কাটারির দিকে তাকিয়ে বলে, আপনাদের কষ্ট হবে না?
তা একটু হবে বৈকি, অনেকদিন একটা ঘরে থাকতে থাকতে কেমন মায়া পড়ে গেছে।
তবে থাক না --- এত সুন্দর একটা ঘর।
সুন্দর কোথায় -- একটা পুরনো দরমার ঘর।
কিছুই বলতেপারে না মধু। কাটারির ধারটা যেন পরখ করে। আমিও কাটারির দিকে তাকিয়ে থাকি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আপনারা কষ্ট না পেলেও আমি কিন্তু ভীষণ কষ্ট পাব।
হাই তুলি। আমার ঘুমের রেশ এখনো যায়নি। এসব বোধ হয় আমার ঘুমের প্রশ্রয়। বলি, আপনি কষ্ট পাবেন কেন?
ঘরটা তো আমিই করেছিলাম।
ও! ---আমি হেসে উঠি। বেশ জোরেই। আমার হাসিতে বৃদ্ধ বেশ কষ্ট পেল। এই সকালে কোন মানুষ কে কষ্ট পাচ্ছে দেখে আমার অস্বস্তির হয়। বলি, তা তো কি হয়েছে! পুরনো হয়ে গেছে, এ ছাড়া কোনদিন ঝড় লাগবে।
না, কখনো না, এ ঘর ঝড়ে ভাঙবে না।
আপনি তো টর্নাডো দেখেননি, আজকাল যা ঘুর্ণি ঝড় হয়।
কোন ঝড়ই এ ঘর ওড়াতেপারবে না - সে ভয় নেই। তাছাড়া এ ঘর মাথা খাটিয়ে করেছিলাম, বেশ মানানসই করেই করেছিলাম, মেপে টেপে---
আপনার ঘরটার প্রতি বড় মমতা -- দেখুন এতকাল কষ্ট করে থাকলাম, এবার একটু সুন্দর ছিমছাম ভাবে থাকতে চাই।
মধু উঠে দাঁড়ায়। আমি উঠে দাঁড়াই। বলি, চা খেয়ে যাবেন না? বাড়ির কেউ তো এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি।
মধু একবার ঘরের দিকে তাকায়। আমি তাকাই। উঠোনে নেমে ঘর ভাল করে দেখে। কেমন মনমরা। আমার দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে যায়।
বেলা বাড়লে মিস্ত্রি আসে। মিস্ত্রিকে প্ল্যানটা দিই। দেখে বলে, ঘরটা না ভাঙ্গলে তো মাপজোক করা যাবে না।
তুমি কবে আসছ?
রবিবার।
ঠিক আছে আমি এর মধ্যে লোক নিয়ে ঘরটা ভেঙে ফেলব।
মিস্ত্রি চলে যায়। আমি ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি। মধুর কথা সত্যি, প্রতিটি খুঁটি সুন্দর করে গোল করে থামের মত চাঁচা। পাড়গুলো মসৃণ। জানালাগুলো সুন্দর কলকা ডিজাইনের খোপ করে কাটা। বেড়া গুলোও বেশ মজবুত। বেড়ার চটিগুলো বেশ নকশা করে বোনা। প্রতিটি বাকারি মাপ মাপ করে বাঁধা। অনেক যত্ন নিয়ে

বাঁধা। ঘরটার প্রতি অদ্ভুত মমতা বোধ করি(এরকম একটা মুলি বাঁশের বেড়া পেছনে এতপরিশ্রম! বেশ কিছু(ণ তাকিয়ে দেখি। মধু বেশ পরিশ্রম করেছে। এছাড়া এ চত্বরে মধু খুব মনোযোগ দিয়ে বুদ্ধিখরচ করে কাজ করত। এজন্য ওর চাহিদাও ছিল। ওকে দিয়ে কাজ করাতে চাইত। তাছাড়া বাবাকে ও বেশ মান্যও করত। মাষ্টার মশাই, তাতে আবার ওর ছেলে বাবার স্কুলে পড়ত। মধুর জন্য আমার বেশ কষ্ট হল।
পরদিন সকালে আবার ডাকতে থাকে। উঠে দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়াই। বসতে বলি। মেঝেতে বসে। বলি, চেয়ারে বসুন।
কি ঠিক করলেন?
ঠিক করার কি আছে। ঘরটা ভেঙে ওখানে ঘর হবে। তবে আপনি ঘরটার পেছনে বেশ পরিশ্রম করেছেন একথা সত্যি। বেশ সুন্দর চোখ আপনার।
আমি প্রতিটি দিক বেশ মাথা খাটিয়ে ডিজাইন করেছিলাম।
তা ঠিক --- তবে এ ঘরটা তো বেশ পুরনো - পুরনো ভেঙে ফেলা দরকার।
এখনো আরো বেশ কয়েক বছর ঠিক থাকবে।
তারপর তো ভেঙে ফেলতেই হবে।
মধু একথা ঠিক মেনে নিতে পারে না। ওর মুখে অদ্ভুত একটা কাতরতা বসে গেল। বলি, কোন জিনিসই তো চিরকাল থাকে না। আমরাই কি চিরকাল থাকব?
তা থাকব না।
আপনার কষ্ট হচ্ছে তো। আমার ছোট ভাই বেশ কয়েকটা ছবি তুলে আপনাকে দেবে ।
ঘরটা আর ছবিটা কি এক হল।
তা নয়। তবে স্মৃতিটা তো রইল।
এতে খুব সন্তুষ্ট হল না মধু। কিছু(ণ যেন ভেবে নেয়, বলে, আমি আর ক'বছর বাঁচব। মরে গেলে না হয়---
দেখুন তা হয় না। আমরা এখন ঘর করব, তাছাড়া আবার প্ল্যান করার, প্ল্যান পাশ করাব, তাছাড়া ঐ জায়গাটায় ঘর তুললে সব দিক দিয়ে সুবিধে হবে।
মধু শেষবারের মত যেন বলে, এখানে আমি বহু ঘর বাড়ি বানিয়েছি, এখন সব ঘর ভেঙে সকলেই দালান তুলেছে। আপনাদের ঘরটাই শুধুমাত্র রয়েছে। এছাড়া এই ঘরটা আমার খুবই মনের মত বানিয়েছি -- এটা শেষ হয়ে গেলে আমার তো সব ঘর শেষ। এখন আমার যা অবস্থা কোথায়ও এত সুন্দর ঘর করতে পারব না। এছাড়া আমার সঙ্গীরা মারা গেছে। নতুন - দের নিয়েও ঘর করা যাবে না। এছাড়া আজ আর কেউ এখানে থাকবার জন্য দরমার ঘর বানায় না। মধু ঘরামি মরে যাবে!
মধুর গলা ভার হয়ে ওঠে। সামান্য কান্নার শব্দও যেন শুনতে পেলাম। বড় অস্বস্তিতে পড়ি। এরকম একজন বয়স্ক লোক, কিছু বলতেও অস্বস্তি। তবু বলি, ঠিক আছে যান, আমি ভাইদের সঙ্গে কথা বলে দেখি।
মধু একটু যেন আস্থা পেল। বলে, আমি কালকে আবার আসব।
ঘাড় নাড়ি। মধু ধীরে ধীরে কাটারি হাতে নিয়ে চলে যায়।
ঘরটার দিকে তাকাই। সত্যি ঘরটা সুন্দর। এতদিন ভাল করে দেখিনি। ল(্য করিনি এতদিন। এ ঘরে বেশ শিল্পীসুলভ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল এমনই হয়, এটাই স্বাভাবিক। ভাবি এটা কি মধুর পরিকল্পনায় হয়েছে না বাবারপরিকল্পনায় হয়েছে? এটা অন্য বাড়ির থেকে আলাদা ভাবে তৈরি হয়েছিল এটা ল(্য করিনি।
চা খেতে খেতে আমার মেজ ভাই নীলেশকে বলি, দেখ দুদিন ধরে মধু আসছে।
নীলেশ মধুকে চেনে না তেমন। মুখে চোখে তারই ছাপ ফুটে ওঠে। বলে, কে মধু?
মধু ঘরামি। আমাদের ঘর যে বানিয়েছিল।
কেন?
ও বলছে এ ঘরটা ভাঙতে না--
তাহলে ঘর কোথায় হবে? তাছাড়া ভাঙতে নিষেধ করছে কেন?
বলছে ও পরিশ্রম করে ঘরটা করেছে, তাছাড়া এঘরটা নাকি মনের মত করে করেছে-- এখানে ওর তৈরি এ ঘরটাই শুধু রয়েছে।
ছোট ভাই বীজেশ বলে, দূর যত সব পাগল(
তুই কি বললি?
কিছুই বলিনি, তোদের সঙ্গে কথা বলে জানাব।
এ আবার বলার কি আছে। ওর কথা আমরা শুনব কেন?
পরদিন সকালে মধু আসে। এসে ডাকতে থাকে। দরজা খুলে বেরোই। বারান্দায় বসে। বলে, কি ঠিক করলেন?
কেউ রাজী নয়, ওরা ওখানে ঘর তুলবে।
আমার একটা স্মৃতিও কি এখানে থাকবে না -- ওর চোখে জলের প্রলেপ। মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর শরীরটা কাঁপতে থাকে। ভয় পেয়ে যাই। ওকে ধরি। বলি, শরীর খারাপ?
ও মাথা নাড়ল। এতে বোঝা গেল না ও হ্যাঁ/ না বলছে।
বলি, আপনি যান, অমি ওদের বলে বোঝাতে পারি কিনা -- আপনার আসতে হবে না, আমি গিয়ে বলে আসব।
চা খাওয়ার সময় আবার কথাটা বলি, দেখ বুড়ো মানুষ বলছে, হয়তো বছর দুয়েক বাঁচবে, প্ল্যানটা বদলিয়ে, অন্য জায়গায় ঘরটা তুললে হয় না?
তোর যত সেকেলে মানসিকতা -- নীলেশ বেশ বিরক্ত(হয়ে বলে।
না ঘরটা এত সুন্দর করে করেছে। তাকিয়ে দেখ ঘরটা সত্যি সুন্দর, ও ঘরটায় না হয় আমিই থাকব, পরে না হয় বারান্দায় এসে থাকব।
দূর কী বাজে বকিস না--- বীজেশ কথাটা অমল না দিয়ে হেসে বলে।
বুড়ো মানুষ বলেছে, ওর একটা শখ -- থাকুক না ---
আচ্ছা তুই তো সত্যি পাগল হলি। একটা ঘরামি এসে বলল, আর ঘরটা ভাঙবি না! তাছাড়া ওটা রেখে কি হবে -- এটা একটা ফর নাথিং বিলাসিতা, জায়গাটা ব্লক হয়ে থাকবে, এখন জং ধরেছে চালে, বৃষ্টি পড়ে নানা জায়গা দিয়ে।
ওপরে তিরপল দিলেই হবে।
তুই যখন চাইছিস---
আমি না।
ঐ হল --- আপাতত এই প্ল্যানই থাকুক ওখানে ঘর তোলা হবে না।

পরদিন সকালে উঠে মধুর বাড়ির দিকে যাই। দু'পাশে বাড়িগুলো দেখি। সত্যি এখানে সব দোতলা বাড়ি উঠেছে। অল্প কয়েকটি একতলা। কত বাড়ি ছিল মধুর তৈরি। একটাও নেই। মধুর বাড়িটা খুঁজে পাই না। যেখানে মধুর বাড়ি ছিল সেখানে দালান। কোথায় মধুর বাড়ি? চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করি, মধু ঘরামির বাড়ি কোনটা?

দোকানদার বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। দেখি একটা একতলা বাড়ি। ঢুকে একটা ছেলেকে দেখতে পাই। বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করি, এটা মধুদার বাড়ি?

আমার দিকে অবাক হয়ে তাকায়, জিজ্ঞাসু চাহনি নিয়ে বলে, হ্যাঁ!

উনি বাড়ি আছেন?

ছেলেটি আমার দিকে এবার বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। বলে, বাবা তো মারা গেছেন গত বছর!

মধুদা মারা গেছেন -- মধুদা যিনি ঘরামির কাজ করতেন?

ছেলেটি বলে, হ্যাঁ, বাবা মারা যাবার পর এ ঘরটা তুলি --- বাবা থাকতে আমাদের দালান তুলতে দেন নি।

অবাক হয়ে তাকাই। বলি, মধুদার সব চুল পেকে গিয়েছিল!

হ্যাঁ বাবার চুল অনেক আগে পেকে গিয়েছিল।

ছেলেটি বলে, কেন বলুন তো?

হঠাৎ মধুদার কথা মনে এল। এপাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। উনি আমাদের খুব ভালবাসতেন---

হ্যাঁ মাস্টার মশাইয়ের কথা প্রায়ই বলতেন। আপনাদের ঘরের কথা। মাস্টার মশাই বাবাকে দিয়ে নানা নকশা করে করে কাজ করিয়েছিলেন। আপনাদের বাড়িটা বাবার খুব প্রিয় ছিল।

ঘরটা ভাঙব। মধুদার মতটা নিতে এসেছিলাম।

মধুদার ছেলে আমার দিকে কৃতজ্ঞ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বাড়িতে আসি। ঘরটার দিকে তাকাই। বেশ নকশা করা ঘর। ছবির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরটার প্রতি কেমন মায়া হয়। মধু মারা গেছে! তবে গত তিন দিন কে এল! সবই তো স্পষ্ট। স্পষ্ট কথাবার্তা হল। হেঁটো ধুতি নীল সার্ট হাতে কাটারি কালো বেঁটে সাদা চুলে মধুর ঘরামি। বাড়িতে একথা বললে, ওরা হাসবে, ভাববে, দাদা চিরকালের নরম মানুষ। ভাববে দাদাই চাইছে না ঘরটা ভাঙতে। আমি আরো বেশি ঘরটার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পড়ি। ঘরটা তৈরি করার সময় মনে পড়ে। বাবা মধুকে মাপজোক বুঝিয়ে দিচ্ছে, ছবি এঁকে নকশা করে দিচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধে পেরিয়ে যেত তবু মধু কাজ করে যেত। মাঝে মাঝে বাবাকে ডেকে বলত, দেখেন তো মাস্টার মশাই।

ঘরটা শেষ হবার পর বাবা মধুকে বলে, মধু তুমি ঘরটা খুব সুন্দর বানিয়েছ, মিষ্টি খাও।

মধুর মুখে হাসির ফুল ফুটে ওঠে। মধুকে বাবা ওর পরিবারের সকলের জন্য কাপড় জামা দিয়েছিল। মধু জীবনে কখনো নাকি এত সম্মান পায়নি।

আমি ঘরটির দিকে তাকিয়ে থাকি। মধু আবার কাল আসবে কিনা জানি না। এই মধু কে? রববারের ভেতর ঘর ভেঙে ফেলাতে হবে। মিস্ত্রি এসে মাপজোক করবে। আমি মধুর জন্য অপে(া করব। দেখা যাক মধু আর আসে কিনা।

পরদিন ভোর হতে না হতে মধু এসে ডাকতে থাকে, শুনছেন--

আমি চমকে ওঠি। গায়ে বেশ ভয় শির শির করে। ঘর থেকে বারান্দায় আসি। বলি, বলুন---

কি ঠিক করলেন?

আপনি কে?

আমার মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, মধু ঘরামি---

ওকে ভাল করে দেখি। মধু ঘরামিই। বলি, আমি কাল মধুদার বাড়িতে গিয়েছিলাম, ওর ছেলে বলল, গত বছর মধুদা মারা গেছে। এরা বাড়িটা ভেঙে দালান তুলেছে।

বেশ কষ্ট ফুটে ওঠে ওর মুখে। বলে, ছেলেটো বড় নচ্ছার -- লেখাপড়া শিখে বড় বুদ্ধিমান হয়েছে -- আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি -- ও বলেছে বুঝি আমি মারা গেছি।

আমি ওর দিকে তাকাই! কাল ওর ছেলে যেভাবে বলেছে তাতে কোন সন্দেহ তো হয়নি। তাছাড়া সবই তো বলল। বলি, ঘরটা ভাঙা হবে, সকলের তাই মত---

আপনার?

হ্যাঁ।

মধু চলে যায় কোন কথা না বলে। আমি তাকিয়ে থাকি ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে। ভাবি, এ মধুকে। সত্যিই কি মধু ঘরামি? হয়তো, হয়তো নয়।

তিন দশকের সেরা গল্প